



3452 - রমযান মাসে কয়িমুল লাইল এর ফযলিত

প্রশ্ন

রমযান মাসে কয়িমুল লাইল এর ফযলিত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

রমযান মাসে কয়িমুল লাইল পালন করার ফযলিত:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কয়িমুল লাইল পালন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন; তবে দৃঢ়ভাবে নির্দশে দতিনে না। এরপর তিনি বলতেন: যবে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে রমযান মাসে কয়িম করবে (রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামায পড়বে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন এবং এ বিষয়টি এভাবেই রয়ে গেল (অর্থাৎ তারা নামায জামাতে পড়া হত না)। আবু বকর (রাঃ) এর খলিফতকালেও এভাবেই থাকল এবং উমর (রাঃ) এর খলিফতেরে শুরুর দিকেও এভাবেই থাকল।

আমর বনি মুররা আল-জুহানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুয়াআ’ গোত্রেরে এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কী অভিমত, আমি যদি সাক্ষ্য দই যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই এবং আপনি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক), পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, একমাস রোযা রাখি, রমযান মাসে কয়িম পালন করি এবং যাকাত প্রদান করি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যবে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যাবে সে তে সদ্দিকীন ও শূহাদাদেরে অন্তর্ভুক্ত (ঈমানদারদেরে সর্বোচ্চ দু’টি স্তর)।”।

লাইলাতুল ক্বদরকে নির্দষ্টিকরণ:

২। রমযান মাসেরে সর্বোত্তম রাত্রি হল- লাইলাতুল ক্বদর। দলিল হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যবে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদরকে কয়িম পালন করবে (ফলে তাকে তাওফিক দেয়া হবে) তার পূর্বেরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”

৩। এ রাতটি হচ্ছে- অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ২৭ শে রমযানেরে রাত। অধিকাংশ হাদিস থেকে এ অভিমতটির পক্ষে সমর্থন পাওয়া



যায়। যমেন- যব্বির বনি হুবাইশ (রাঃ) এর হাদিস। তিনি বলেন, আমি উবাই বনি কাব (রাঃ) কে বলতে শুনছি তিনি বলেন, তাকে বলা হল: ‘আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর কয়ামুল লাইল পড়বে সে লাইলাতুল ক্বদর পাবে! তখন উবাই (রাঃ) বললেন: আল্লাহ্ তাঁর প্রতিরহম করুন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যাত করে মানুষ এক অভিমতের উপর নরিভর করে বসে না থাকে। ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে, নশ্চয় লাইলাতুল ক্বদর রমযান মাসে। আল্লাহর শপথ, আমি জানি এটি কোন রাত্রি। এটি সেই রাত্রি যে রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কয়াম পালন করার আদেশে দিয়েছিলেন। সে রাতটি ছিল (রমযানের) ২৭ তম রজনী। আর সে রাত্রি আলামত হচ্ছে, সদিনি সকাল বেলো সূর্য শুভ্র হয়ে উদতি হবে; সূর্যের কোন আলোক রশ্মি থাকবে না। [কোন এক রোগে যাতে এ বর্ণনাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ‘মারফু’ হাদিস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস সংকলক এটি বর্ণনা করছেন]

কয়ামুল লাইল এর নামায় জামাতের সাথে আদায় করার শরয়ি অনুমোদন:

৪। রমযান মাসে কয়ামুল লাইল এর নামায় জামাতের সাথে আদায় করা শরয়িত সম্মত; বরং সটো একাকী আদায় করার চয়ে উত্তম। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়ামুল লাইল এর নামায় জামাতের সাথে আদায় করার কারণে এবং তিনি জামাতের সাথে কয়ামুল লাইল এর নামায় আদায় করার ফযলিত বর্ণনা করার কারণে। যমেনট আবু যার (রাঃ) এর হাদিসে এসছে, তিনি বলেন: “আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রমযানের রোযা রাখলাম। তিনি গটো মাস আমাদেরে নিয়ে কয়ামুল লাইল পড়েননি। তবে, মাসের সাতদিন বাকী থাকতে (২৩ তম রজনীতে) তিনি আমাদেরে নিয়ে রাত্রি এক তৃতীয়াংশ কয়ামুল লাইল আদায় করলেন। যে রাত্রিতে মাসের আর ছয়দিন বাকী ছিল সে রাত্রে (২৪ তম রজনীতে) কয়াম করলেন। মাসের আর পাঁচদিন বাকী থাকতে (২৫ তম রজনীতে) আবার অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কয়াম করলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যদি আজকের গটো রাতটো আমাদেরকে নিয়ে নফল নামায় পড়তেন। তখন তিনি বললেন: যদি কেউ ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত নামায় পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সাথে নামায় পড়ে; তাহলে তার জন্য গটো রাত কয়াম পালন করার সওয়াব হিসাব করা হবে। এরপর যখন মাসের আর চারদিন বাকী ছিল সে রাত্রে তিনি কয়াম করলেন। যখন আর তিনদিন বাকী ছিল সে রাত্রে (২৭ তম রজনীতে) তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকলকে জাগিয়ে দেন। সে রাত্রে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায় পড়তেন থাকলেন পড়তেনই থাকলেন। এক পর্যায়ে আমাদেরে আশংকা হল যে, আমাদেরে ‘ফালাহ্’ ছুটে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেসে করলাম: ‘ফালাহ্’ কী? তিনি বললেন: সহেরী। এরপর তিনি মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আর কয়ামুল লাইল পালন করলেন।” [হাদিসটি সহহি; সুনান গ্রন্থাকারগণ হাদিসটি সংকলন করছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতের সাথে ‘কয়ামুল লাইল’ পালন করা অব্যাহত না রাখার কারণ:

৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের অবশিষ্টাংশ জামাতের সাথে কয়ামুল পালন না করার কারণ হচ্ছে, এই আশংকা যে, না-জানি রমযান মাসে কয়ামুল লাইল পালন করা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়। তখন তারা সটো পালন করত



সক্ষম হবে না। যমেনটি এসছে আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, যা সহি বুখারী ও সহি মুসলমি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ইসলামী শরিয়তকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এ আশংকাটি দূর হয়ে গেছে। অতএব, আশংকার কারণে গৃহীত পদক্ষেপে তথা কয়ামুল লাইলে জামাত বর্জন করাও দূরীভূত হয়ে গলে এবং পূর্বের হুকুম বহাল থাকল; সটো হচ্ছে জামাতের সাথে কয়ামুল লাইল আদায় করার অনুমোদন। এ কারণে উমর (রাঃ) এ বধিানটিকে পূর্ণজীবিত করছেন; যমেনটি সহি বুখারী ও অন্যান্যদের বর্ণনাতো এসছে।

মহলিাদের জামাতের সাথে কয়ামুল লাইল পালনের অনুমোদন:

৬। যমেনটি পূর্বোক্ত আবু যার (রাঃ) এর হাদিসে এসছে যে, মহলিাদের জন্য জামাতে হযরি হওয়া শরিয়তসম্মত। বরং মহলিাদের জন্য পুরুষদের ইমামের পরিবর্তে আলাদা ইমাম নির্ধারণ করাও জায়যে। কনেনা, উমর (রাঃ) যখন জামাতের সাথে কয়ামুল লাইল আদায় করার জন্য লোকদেরকে সমবতে করলেন তখন পুরুষদের জন্য উবাই বনি কা'ব (রাঃ) কে এবং মহলিাদের জন্য সুলাইমান বনি আবু হাছমা (রাঃ) কে ইমাম নিযুক্ত করলেন। আরফাজা আল-ছাকাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) রমযান মাসে লোকদেরকে কয়ামুল লাইল আদায় করার নির্দেশে দতিনে। তিনি পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মহলিাদের জন্য অন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। তিনি বলেন: আমি ছলিাম মহলিাদের ইমাম।”

আমি বলব: এটা সক্ষেত্রে হতে পারে যদি মসজদি প্রশস্ত হয় এবং ইমামদ্বয়ের একজনকে পড়া অপর জনের অসুবিধা না-করে সক্ষেত্রে।

কয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা:

৭। কয়ামুল লাইল এর নামায় ১১ রাকাত। এক্ষেত্রে আমাদের মনোনীত অভিমত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে এর চয়ে বশে রাকাত না বাড়ানো। কনেনা তিনি মৃত্যু অবধি কয়ামুল লাইল নামায়ের রাকাত সংখ্যা এর চয়ে বশে বাড়াননি। আয়শো (রাঃ) কে রমযান মাসে তাঁর কয়ামুল লাইল নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে কথিবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বশে নামায় পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায় পড়তেন এ চার রাকাতের সটৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করবনে না! এরপর আরও চার রাকাত নামায় পড়তেন এ চার রাকাতের সটৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তিনি রাকাত নামায় পড়তেন। [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

৮। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এর চয়ে কম সংখ্যক বতিরিরে নামায় পড়তে পারেন। এমনকি এক রাকাত বতিরিরেও পড়তে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম ও কথার দললিরে ভিত্তিতে।

কর্মের দললি: আয়শো (রাঃ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়



রাকাত বতির নামায পড়তনে? তিনি বলেন: চার রাকাত পড়ে তিনি রাকাত বতির পড়তনে। ছয় রাকাত পড়ে তিনি রাকাত বতির পড়তনে। দশ রাকাত পড়ে তিনি রাকাত বতির পড়তনে। তিনি সাত রাকাতের চয়ে কম কথিবা তরে রাকাতের বশে বতির নামায আদায় করনেনি।[সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদন ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ]

আর তাঁর কথার দলিল হচ্ছে: “বতির সত্য। কটে চাইলে সে পাঁচ রাকাত বতির পড়তে পারে। কটে তিনি রাকাত পড়তে পারে। কটে এক রাকাত বতির পড়তে পারে।”।

কিয়ামুল লাইল এর নামাযে কুরআন তলোওয়াত:

রমযানে কথিবা অন্য সময়ে কিয়ামুল লাইলে কুরআন তলোওয়াতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নরিদশিট কোন সীমা নরিধারণ করনেনি যে, সে সীমার চয়ে বাড়ানো বা কমানো যাবে না। বরং নামাযের দীর্ঘতা কথিবা সংক্ষিপ্ততার পরপ্রিক্ষেতি কবরোতও দীর্ঘ কথিবা সংক্ষিপ্ত হত। তিনি কখনও এক রাকাত নামাযে **يا أيها المزمّل** (ইয়া আইয়যুহাল মুযামলি) পড়তনে। এ সূরাটির আয়াত সংখ্যা ২০। কখনও ৫০ আয়াত পড়তনে। তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি এক রাত ১০০ আয়াত দিয়ে কিয়াম পালন করবে তাকে গাফলেদের মধ্যে লেখা হবে না।”। অন্য এক হাদিসে এসছে, যে ব্যক্তি দুইশ আয়াত দিয়ে কিয়াম পালন করবে তাকে ‘ক্বানতীন মুখলসীন’ দরে মধ্যে লপিবিদ্ধ করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাকরানত শরীরেও এক রাত সাটলিম্বা সূরা পড়ছেন। সে সূরাগুলো হচ্ছে, সূরা বাক্বারা, সূরা আল ইমরান, সূরা নসি, সূরা মায়দি, সূরা আনআম, সূরা আরাফ ও সূরা তাওবা।

হুয়াইফা বনি ইয়ামান (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছেন নামায পড়ার ঘটনায় এসছে যে, তিনি এক রাকাত সূরা বাক্বারা, এরপর সূরা নসি, এরপর সূরা আল-ইমরান ধীরস্থরিভাবে তলোওয়াত করছেন।

সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছে যে, উমর (রাঃ) যখন রমযান মাসে উবাই বনি কাব (রাঃ) কে লোকদের ইমাম হয়ে ১১ রাকাত নামায পড়ার নরিদশে দলিনে তখন উবাই (রাঃ) একশত আয়াত সম্বলতি সূরাগুলো দিয়ে তলোওয়াত করতনে। তাঁর পছেন যারা নামায পড়ত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে তাদেরকে লাঠরি ওপর ভর করত হত। তারা ফজরের কাছাকাছি সময়ে নামায শেষে করতনে।

উমর (রাঃ) থেকে সহহি সনদে আরও এসছে যে, তিনি রমযান মাসে ক্বারীদেরকে ডাকালনে। যে ক্বারী দ্রুত তলোওয়াত করনে তিনি তাকে ৩০ আয়াত পড়ার নরিদশে দলিনে। যে ক্বারী মধ্যম গততি তলোওয়াত করনে তাকে ২৫ আয়াত তলোওয়াত করার নরিদশে দলিনে। আর যে ক্বারী ধীরে তলোওয়াত করনে তাকে ২০ আয়াত পড়ার নরিদশে দলিনে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যে ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করে সে যতটুকু ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারনে। অনুরূপভাবে, মুক্তাদরি যদি একমত থাকে সে ক্ষেত্রেও। যত দীর্ঘ করা যায় তত উত্তম। তবে এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে। তাই এত লম্বা করবে না যে, গোটো রাত নামাযে কাটিয়ে দিবে; খুব বরিল ক্ষত্রে ছাড়া। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদের আদর্শ।” আর যদি ইমাম হিসেবে নামায আদায় করেন তাহলে তিনি এ পরমাণ দীর্ঘ করতে পারেন যাত করে পছনে যারা আছে তাদের জন্য কষ্টকর না হয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কটে যখন অন্যদের নিয়ে নামায আদায় করে তখন সবে যেনে হালকাভাবে নামায পড়ে। কেননা মুসল্লদের মধ্যে অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ কথিবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। আর যদি কটে একাকী নামায পড়ে তখন যতক্ষণ খুশি নামায দীর্ঘ করতে পারে।”।

কয়ামুল লাইল এর সময়কাল:

১০। কয়ামুল লাইল এর সময় এশার নামাযের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি নামায দিয়েছেন, সে নামাযটি হচ্ছে বতিরিরে নামায। তোমরা এশার নামায ও ফজরের নামায মাঝখানে সে নামাযটি আদায় কর।”

১১। যার পক্ষে সম্ভব তার জন্য রাতরির শেষে প্রহরে নামায আদায় করা উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, সে শেষে রাত্রে উঠতে পারবে না তবে সে যেনে প্রথম রাতরিতে বতিরিরে নামায আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষে রাত্রে উঠার আকাঙ্ক্ষা করে সে যেনে শেষে রাত্রে বতিরিরে নামায আদায় করে। কারণ শেষে রাত্রে নামাযে (ফরেশেতারা) হাযরি থাকে। তাই সেটি উত্তম।”

১২। যদি বিয়াপারটি এ রকম হয় যে, প্রথম রাত্রে নামায পড়লে জামাতের সাথে পড়া যাবে। আর শেষে রাত্রে পড়লে একাকী পড়তে হবে; সক্ষেত্রে জামাতের সাথে নামায পড়াই উত্তম। কেননা জামাতের সাথে পড়লে সটোক সস্তু রাত নামায পড়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

উমর (রাঃ) এর যামানায় এটাই ছিল সাহাবায়েরোমের আমল। আব্দুর রহমান বনি উবাইদ আল-ক্বারী বলেন: একবার রমযানের একরাতরিতে আমি উমর (রাঃ) এর সঙ্গে মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরে হলাম। এসে দেখলাম লোকেরো বক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছে। কটে একাকী নামায পড়ছে। কারো পছনে একদল লোক নামায পড়ছে। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি আমি যদি এদেরে সবাইকে একজন ক্বারীর পছনে একত্রিত করি সেটি উত্তম। এরপর তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নলিনে এবং সবাইকে উবাই বনি কা'ব (রাঃ) এর পছনে একত্রিত করলেন। তিনি বলেন: এরপর অন্য এক রাত্রে আমি তাঁর সাথে বেরে হলাম; গিয়ে দেখলাম লোকেরো তাদেরে ক্বারীর পছনে নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বলেন: এটি কতই না ভাল বদাত! তারা যে সময়টায় ঘুমিয়ে থাকে সে সময়টা যে সময়টা নামায পড়ে সে সময়েরে চয়ে উত্তম (তিনি শেষে রাত্রে কথা বুঝাতে চয়েছেন)। লোকেরো প্রথম রাতরিতে নামায পড়তেন।”।

যায়দে বনি ওয়াহব বলেন: “রমযান মাসে আব্দুল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন এবং অনেকে রাত্রে নামায শেষে করতেন।”



১৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম যখন তিনি রাকাত বতিরিরে নামায পড়তে নযিধে করেন এবং এ নযিধোজ্জাওয়ার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন: “যনে তোমরা মাগরবিরে নামাযের সাথে সাদৃশ্য না কর” সএ জন্য মাগরবিরে নামাযের সাথে সাদৃশ্য থকে বরে হওয়ার দুইটি পদ্ধতি হতে পারে:

ক. জোড় ও বজেড় রাকাতের মাঝখানে সালাম ফরিয়ে ফলো (অর্থাৎ দুই রাকাতের পর সালাম ফরিয়ে ফলো)। এই অভ্যমিতটি অধিক শক্তিশালী ও উত্তম।

খ. জোড় ও বজেড় রাকাতের মাঝখানে না বসা। আল্লাহই ভাল জাননে।

বতিরিরে তিনি রাকাত নামাযে ক্বরোত পড়ার পদ্ধতি:

১৪। তিনি রাকাত বশিষ্ট বতিরিরে নামাযের প্রথম রাকাতে **سبح اسم ربك الأعلى** (সূরা আ'লা) পড়া সুননত। দ্বিতীয় রাকাতে **قل يا أيها الكافرون** (সূরা কাফরিন) পড়া সুননত। তৃতীয় রাকাতে **قل هو الله أحد** (সূরা ইখলাস) পড়া সুননত। কখনও কখনও এর সাথে **قل أعوذ برب الفلق** (সূরা ফালাক্ব) ও **قل أعوذ برب الناس** (সূরা নাস) মলিববে।

সহহি হাদসি সাব্যস্ত হয়ছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বতিরিরে এক রাকাত নামাযে সূরা নসির ১০০ আয়াত তলোওয়াত করছেন।

দোয়ায় কুনুত:

১৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৌহতির হাসান বনি আলী (রাঃ) কযে যযে দোয়াটি শখিয়িছেন সএ দোয়াটি দয়িযে দোয়ায় কুনুত পড়া। সএ দোয়াটি হিছহে, **اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، لا تمنجنا منك إلا إليك** (وتعاليت) অর্থ- “হে আল্লাহ! আপনি যাদরেকহে হদোয়তে দয়িছেন তাদরে সাথে আমাকও হদোয়তে দনি। আপনি যাদরেকহে নরিপদে রেখেছেন তাদরে সাথে আমাকও নরিপদে রাখুন। আপনি যাদরে অভভিবকত্ব গ্রহণ করছেন তাদরে সাথে আমার অভভিবকত্বও গ্রহণ করুন। আপনি আমাকযে দয়িছেন তাতযে বরকত দনি (প্রবৃদ্ধি দনি)। আপনি যযে অমঙ্গল নরিধারণ করে রেখেছেন তা হতে আমাকযে রক্শা করুন। কনেনা, আপনি ভাগ্যরে সদিধান্ত দনে; আপনার ওপরে সদিধান্ত দয়োর কডে নহে। আপনি যার অভভিবকত্ব গ্রহণ করনে সএ কনেনদনি লাঞ্ছতি হবযে না। আর আপনি যার সাথে শত্রুতা করনে সএ কনেনদনি সম্মানতি হতে পারে না। হযে আমাদরে প্রভু! আপনি বরকতপূরণ ও সুমহান। আপনার থকে মুক্তরি উপায় আপনার কাছযে ফরিযে আসা।”

মাঝযে মাঝযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর দরুদ পড়বযে; সামনে যযে দললি উল্লখে করা হবযে তার ভতিততি।

উল্লেখিত দোয়ার সাথে শরয়িত অনুমোদিত অন্য যে কোন দোয়া, সঠিক ও ভাল অর্থবোধক দোয়া যুক্ত করতে কোন বাধা নাই।

১৬। যে ব্যক্তি রুকুর পরে দোয়ায় কনুত পড়লে তাতে কোন অসুবিধা নাই।

উল্লেখিত দোয়ায় কনুতের উপর বাড়তি দোয়া যমেন, রমযানের দ্বিতীয় অর্ধাংশে কাফরেদের ওপর লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া ও মুসলমানদের জন্য দোয়া করতে কোন অসুবিধা নাই। কনেনা উমর (রাঃ) এর সময়কালরে ইমামদের আমল থেকে এগুলো সাব্যস্ত আছে। ইতপূর্বে উল্লেখিত আব্দুর রহমান বনি উবাইদ আল-ক্বারী এর হাদিসের শষোংশে এসছে, “তারা শষে অর্ধাংশে কাফরেদের উপর লানত করে বলতনে: হে আল্লাহ! আপনি সসেব কাফরেদের উপর লানত করুন; যারা আল্লাহর পথে বাধা দচ্ছ, আপনার রাসূলকে মথিয়া প্রতপিন্ন করছ, আপনার প্রতশ্রুতির প্রতি তাদের বশ্বাস নাই। তাদের একতাকে ভেঙে দনি। তাদের অন্তরগুলোতে ভীতি ঢুকিয়ে দনি। তাদের উপর আপনার আযাব-গজব নাযলি করুন। ওগো, সত্ব উপাস্ব!। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়বে। সাধ্যানুযায়ী মুসলমি উম্মাহর কল্যাণেরে জন্য দোয়া করবে। অতঃপর মুমনিদেরে জন্য ইস্তগিফার করবে।

তনি বলনে: তনি যখন কাফরেদেরকে লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া, মুমনি নর-নারীরে জন্য ক্বমা প্রার্থনা করা এবং নজিরে ব্যক্তিগিত প্রার্থনা শষে করতনে তখন বলতনে:

اللهم! يا كعبد، ولكنصليو نسجد، واليكنسعون حقد، ونرجو رحمتك بنا، ونخاف عذابك الجذ، إن عذابك لمنعاديتملح (অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি। আপনার জন্যই নামায পড়ি। আপনাকেই সজিদা করি। আপনার দিকেই ধাবতি হই। আপনারই আনুগত্য করি। হে আমাদরে প্রভু! আমরা আপনার করুণা প্রত্যাশা করি এবং আপনার সুনশ্চিতি শাস্তকি ভয় করি। নশ্চয় আপনার শাস্তি আপনার শত্রুদেরকে বেষ্টন করবেই।” এরপর তাকবীর দিয়ে সজেদায় লুটিয়ে পড়বে।

বতিরি নামাযেরে শষোংশে কী বলবে:

১৭। বতিরিরে নামাযেরে শষে দকি (সালাম ফরানোর আগতে কথ্বা পরে) যা বলা সুনত:

اللهم! إنياً عوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك (অর্থ- “হে আল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্ট হতে আশ্রয় চাই আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে। আপনার শাস্তি হতে আশ্রয় চাই আপনার ক্বমার মাধ্যমে। আপনার থেকে আপনার কাছই আশ্রয় চাই। আপনার প্রশংসা করে আমি শষে করতে পারব না। আপনি সই প্রশংসার যোগ্য নজিরে প্রশংসা আপনি নিজি যভেবে করছেন।”।

১৮। যখন বতিরিরে নামাযেরে সালাম ফরিবে তখন বলবে: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس (সুবহানাল মালকিলি কুদ্দুস, সুবহানাল মালকিলি কুদ্দুস, সুবহানাল মালকিলি কুদ্দুস। অর্থ- ‘কতই না পবতির ও মহান



বাদশাহ') টনে টনে তনিবার বলবে এবং তৃতীয়বারে উচ্চস্বরবে বলবে।

বতিরিরে পর দুই রাকাত নামায পড়া:

১৯। যদি কটে ইচ্ছা করনে তাহলে বতিরিরে পর দুই রাকাত নামায পড়তে পারনে। যহেতেই এই আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে। বরং তনি বলছেন: “নশিচয় এই সফর কষ্টকর ও কঠনি। অতএব, তোমাদরে কটে বতিরিরে নামায পড়ার পর যনে দুই রাকাত নামায পড়ে নয়ে। যদি সে জাগতে পারে ভাল; আর না পারলে এই দুই রাকাত তার জন্য যথেষ্ট।”

২০। এই দুই রাকাত নামাযে إِذَا زُلْزِلْنَا لِلْأَرْضِ (সূরা যলিযাল) ও قُلِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (সূরা ক্বাফরিুন) পড়া সুন্নাহ।